দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপাচার্য নিয়োগ

সাদা দলের বিএনপি জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বিএনপি-জামায়াত সমর্থক সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী উপাচার্য হিসাবে সাদা দলের এক প্রভাবশালী শিক্ষকের মনোনয়ন চূড়ান্ত করলেও দীর্ঘ পাঁচ বছর

(২- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

সাদা দলের বিএনপি

(প্রথম পাতার পর)

বিদেশে থেকে এসে আঞ্চলিকতার জোরে এক শিক্ষক এ মনোনয়নে বাগড়া দিয়েছেন। সাদা দলের কয়েক শিক্ষক বলেছেন, এ নিয়ে দলের মধ্যে ভাঙ্গন পর্যন্ত দেখা দিতে পারে।

গত ৩১ জুলাই ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনের মুখে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী পদত্যাগ করেন। এর পর থেকে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক আফম ইউসুফ হায়দার ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন। উল্লেখ্য, গত ২৩ জুলাই গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে পুরুষ পুলিশ ঢুকে ছাত্রীদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালায়। এই ঘটনার পর উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে নামে। প্রবল আন্দোলনের মুখে ২৭ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু আন্দোলন আরও প্রবল রূপ নিলে ৩১ জুলাই উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পদত্যাগ করেন।

জানা গেছে, উপাচার্যের পদত্যাগের পর সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয় পদ দখলের জন্য। নিজেদের পছন্দসই শিক্ষককে উপাচার্য বানানোর জন্য কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে সাদা দল। এ অবস্থায় সরকারের নীতিনির্ধারকরা এসব উপদলের সঙ্গে বিভিন্ন সময় কথা বলেন। শেষ পর্যন্ত গত ৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. এসএমএ ফায়েজকে তাঁর কার্যালয়ে ডেকে পাঠান এবং পরবর্তী শনিবার থেকে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত থাকতে বলেন। একই সঙ্গে তিনি ড. ফায়েজের নিয়োগের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করার নির্দেশ দেন। বিষয়টি চাউর হয়ে যাওয়ার পর সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শহীদউদ্দিন আহমেদ এই পদে নিয়োগ লাভের জন্য ভিন্নপথে সামনে এগোন। নোয়াখালী ইজমের দোহাই দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত কাছের এক ব্যক্তির মাধ্যমে উপাচার্য পদ দখলে দেনদরবার শুরু করেন। ফলে ড. ফায়েজের নিয়োগ আপাতত স্থগিত হয়ে যায়। তবে জানা গেছে, সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের কাছে অধ্যাপক শহীদউদ্দিন আহমেদের নানা সুবিধাবাদিতা, দীর্ঘদিন ক্যাম্পাসের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ পদত্যাগ করলে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শহীদউদ্দিন আহমেদ একমাসের মতো ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব পেয়েই সরকারকে তুষ্ট করার জন্য বাধ্যবাধকতা না থাকলেও শহীদউদ্দিন আহমেদ বঙ্গবন্ধুর মাজারে যান। নির্বাচনে পরাজিত বিএনপির মধ্যে বিষয়টি তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। উপাচার্য হতে ব্যর্থ হয়ে তিনি বিদেশে চলে যান। প্রায় পাঁচ বছর থেকে সম্প্রতি আবার দেশে ফিরে এসেছেন। এসেই দেনদরবার শুরু করেছেন উপাচার্য পদ দখলের জন্য। বিষয়টি বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে সাদা দলের শিক্ষকদের মধ্যে।